ইত্তেফাক

তারিখ ... 08 DEC 1985 ...
পৃষ্ঠা ... 2 কলাম ... 1 ...

012

প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির সমস্যা

দেশের গ্রামাঞ্চলে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির অবস্থা অত্যন্ত করুণ। শিক্ষকের অভাব, বিদ্যালয় গৃহগুলির জরাজীর্ণ অবস্থা, শিক্ষা উপকরণসহ বই, খাতা, পেনসিল, চক, কলম ও কাগজ প্রভৃতির মূল্যবৃদ্ধির দরুন প্রাথমিক শিক্ষা দারুণভাবে ব্যাহত হইতেছে। পত্রিকান্তরে প্রকাশিত এ সম্পর্কিত একটি খবরে জানা যায়, কিশোরগঞ্জের কটিয়াদী উপজেলার কয়েকটি বাদে প্রায় সমস্ত বিদ্যালয়ের অবস্থাই অত্যন্ত শোচনীয়। এসব বিদ্যালয়ের অধিকাংশই টিনের ছাউনী ও বেড়া বাঁশ দিয়া তৈরী। অনেক বিদ্যালয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের ক্লাস রুমের অভাবে বারান্দায় বসিয়া লেখাপড়া করিতে হয়। এদিকে এইসব প্রাথমিক বিদ্যালয়ে প্রয়োজনীয় সংখ্যক চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ, আলমারী ও ব্ল্যাকবোর্ডও নাই। অনেক ক্ষেত্রে ছাত্র-ছাত্রীদের মেঝেতে বসিয়া ক্লাস করিতে হয়। শিক্ষকরাও দাঁড়াইয়া ক্লাস নেন। খবরটিতে আরো বলা হয়, ক্রমবর্ধমান আর্থিক সংকটের কারণে এবং শিক্ষা উপকরণের মূল্যবৃদ্ধির দরুন এ অঞ্চলে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা আশংকাজনকভাবে হ্রাস পাইতেছে। বলাবাহুল্য ইহা কেবল কিশোরগঞ্জ অঞ্চলেরই চিত্র নয়, সারা দেশের প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষার অবস্থাই কম-বেশি এ-রকম।

আলোচ্য খবরটিতে সর্বাপেক্ষা উদ্বেগজনক বিষয় হইতেছে প্রাথমিক শিক্ষার্থীদের সংখ্যা হ্রাস পাওয়ার ঘটনা। শিক্ষার অভাব ও বিপুলসংখ্যক মানুষের নিরক্ষরতা যে দেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা এবং শিক্ষা বিস্তারকে যেখানে সবিশেষ গুরুত্ব দেওয়ার কথা সেখানে প্রাথমিক পর্যায়েই শিক্ষার্থীদের সংখ্যা হ্রাস স্বাভাবিকভাবেই সমস্যা ও সংকটের চিত্রই তুলিয়া ধরে। কিছুদিন আগে অন্য একটি বিশেষ মূল্যায়নেও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে আশানুরূপ অগ্রগতি না হওয়ার কথাই বলা হইয়াছিলো। সেখানে বলা হয়, প্রাথমিক পর্যায়েই শিক্ষাজীবন হইতে ছিটকাইয়া পড়া শিশু-কিশোরদের সংখ্যা অনেক। সর্বস্তরে শিক্ষা ও শিক্ষা সম্প্রসারণের এতো উচ্চকিত ঘোষণা সত্ত্বেও প্রাথমিক পর্যায়েই শিক্ষাক্ষেত্রে বিদ্যমান সমস্যাসমূহ প্রাথমিক শিক্ষার অগ্রগতিকেই যে কিভাবে ব্যাহত করিতেছে তাহা আরো গভীরভাবে ভাবিয়া দেখা কর্তব্য।

গ্রামের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি এখনো যুগ-যুগান্তের দৈন্য-দশা ও দুরবস্থার স্বাক্ষর বহন করিয়াই দাঁড়াইয়া আছে। এতো গ্রামোন্নয়ন, প্রশাসনিক পুনর্বিন্যাস ও উপজেলা প্রভৃতির পরও গ্রামাঞ্চলে বিদ্যালয়গুলির বিশেষ করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির দুরবস্থার তেমন অবসান হয় নাই। বলাবাহুল্য ইহা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক। গ্রামাঞ্চলের প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির জরাজীর্ণ ভবন, বাঁশের বেড়া, চেয়ার-বেঞ্চের নিদারুণ অভাব সেইসঙ্গে শিক্ষাউপকরণের মূল্যবৃদ্ধি প্রাথমিক পর্যায়ে শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যকেই মারাত্মকভাবে বিঘ্নিত করিতেছে। এজন্য সম্মিলিত ও সুসংবদ্ধ উদ্যোগ প্রয়োজন। প্রাথমিক বিদ্যালয় ও প্রাথমিক শিক্ষার ক্ষেত্রে এভাবে সমস্যা অব্যাহত রাখিয়া শিক্ষা সম্প্রসারণ বা শিক্ষা বিকাশ যে সম্ভব নয় তাহাও আশা করি অধিক ব্যাখ্যা করা নিষ্প্রয়োজন।